

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালাহ

109225 - যবে ব্যক্ত হিজ্জ কথিবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সবে মীকাতে কিকি করব?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: যবে ব্যক্তি হিজ্জ কথিবা উমরা পালনে ইচ্ছুক সবে মীকাতে কিকি করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

মীকাতে পৌঁছার পর গোসল করা ও সুগন্ধি লাগানো সুন্নত। যহেতে বর্ণিত আছে যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকালে সলোইকৃত (অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গরে আদলে তরী-অনুবাদক) কাপড় থেকে মুক্ত হয়ছেন এবং গোসল করছেন। এবং যহেতে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আয়শো (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যবে, তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইহরামের কারণে আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম এবং তাঁর হালাল হওয়ার কারণে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম।” আয়শো (রাঃ) যখন হায়যেগ্রস্তু হয়ে ইহরাম করলেন তখনও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করে হিজ্জের ইহরাম বাঁধার নর্দিশে দলিলে। আসমা বনিত উমাইস (রাঃ) যখন যুলহুলাইফাতে সন্তান প্রসব করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে গোসল করার এবং কাপড়ের পট্টা বঁধে ইহরাম করার নর্দিশে দলিলে। এতে প্রমাণিত হয় যবে, কোন নারী যদি মীকাতে পৌঁছনে এবং তিনি হায়যেগ্রস্তু কথিবা নফিসগ্রস্তু থাকনে তিনি গোসল করবেন এবং সবার সাথে ইহরাম করবেন। অন্য হাজী যা যা করে তিনিও তা তা করবেন; শুধু বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ছাড়া যমেনট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়শো (রাঃ) ও আসমা (রাঃ)কে সবে নর্দিশে দয়িছেন।

যবে ব্যক্তি ইহরাম করতে ইচ্ছুক তার উচতি নজিরে গাঁফ, নখ, নাভরি নীচরে পশম, বগলরে পশম ইত্যাদি যত্ন নয়ো।

প্রয়োজন হলে এগুলো কটে নেওয়া। যাতে করে, ইহরাম করার পর ইহরাম অবস্থায় এগুলো কাটার প্রয়োজন না হয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবসময় এগুলোর যত্ন নয়ের নর্দিশে দয়িছেন। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সাব্যস্ত হয়েছে যবে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “স্বভাবগত বিষয় পাঁচটি: খতনা করা, নাভরি নীচরে পশম কাটা, গাঁফ কাটা, নখ কাটা ও বগলরে পশম উফড়ে ফলো।” সহহি মুসলমি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যবে, তিনি বলেন: “আমাদের জন্য গাঁফ ছটা, নখ কাটা, বগলরে পশম উফড়ে ফলো ও নাভরি নীচরে

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

পশম সন্নে করার সময় নরিধারণ করে দয়ো হয়ছে: আমরা যনে চল্লিশি দিনরে বশো সময় দরোনা করি।” এ হাদসিটি ইমাম নাসাঈ এ ভাষায় সংকলন করছেন য়ে,, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদরে জন্য সময় নরিধারণ করে দয়িছেন।” ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তরিমযিহি হাদসিটি ইমাম নাসাঈর ভাষায় সংকলন করছেন। আর পক্ষ্যান্তরে, ইহরামকালে মাথার কোন চুল কর্তন করা শরয়িতসম্মত নয়; পুরুষদরে জন্যয়ে নয়, নারীদরে জন্যয়ে নয়।

দাঁড়ি সন্নে করা কথিবা দাঁড়ি কছি অংশ কাটা সবসময় হারাম। বরং দাঁড়ি ছড়ে দতি হব। যহেতে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বরণতি হয়ছে য়ে, তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তমোরা মুশরকিদরে বপিরীত কর। দাঁড়ি ছড়ে দাও এবং গাফ ছাটাই কর।” ইমাম মুসলমি তাঁর ‘সহহি’ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বরণনা করনে তিনি বলনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তমোরা গাফ ছাটাই কর, দাঁড়ি ছড়ে দাও এবং অগ্নিপূজারীদরে বপিরীত কর।”

এ যামানায় অনকে লোকরে মধ্যে এ সুননতরে খলিফ করার, দাঁড়ি বরিদুধে যুদ্ধ করার, কাফরে ও নারীদরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করার মহা মুসবিত বদিযমান। বশিযেতঃ যারা ইলম অর্জন ও বতিরণরে সাথে সম্পৃক্ত তাদরে মধ্যয়ে। ইননা ললিলাহি ওয়া ইননা ইলাহি রাজউন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে, আমাদরেকে ও সর্বস্তরে মুসলমানকে সুননাহ অনুসরণ করার ও আকঁড়ে ধরার এবং সুননাহর দকি দাওয়াত দয়োর হদোয়তে নসীব করনে। যদিও অনকে মানুষ সুননাহর প্রতিবীতশ্রদ্ধ। হাসবুনাল্লাহু ওয়া নমোলা ওয়াকলি। লা হাওলা ওয়ালা কুয়ুযাতা ইল্লা বলিলাহলি আলয়িযলি আযমি (আল্লাহই আমাদরে জন্য যথেষ্ট। তিনি কিতই না উত্তম অভিবক। সুউচ্চ সুমহান আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপ কাজ থেকে দূরে থাকার) কোনে উপায় এবং (সৎকাজ করার) কোনে শক্তি কারে নই)।

এরপর পুরুষ হলে একটা লুঙগি ও চাদর পরিধান করবে। মুস্তাহাব হছে- এ দুইটা চাদর সাদা ও পরসিকার হওয়া। মুস্তাহাব হছে- দুইটা স্যান্ডলে পায়ে দয়ি ইহরাম করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “তমোদরে কটে যনে একটা লুঙগি, একটা চাদর ও এক জোড়া স্যান্ডলে পায়ে দয়ি ইহরাম করে।”[মুসনাদে আহমাদ]

আর মহলিা হলে য়ে কাপড় ইচ্ছা সয়ে কাপড় পরে ইহরাম করতে পারনে; কালো কাপড় হক, সবুজ কাপড় হক কথিবা অন্য কোন রঙরে কাপড় হক। তবে, পুরুষরে পোশাকরে সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে সাবধান থাকতে হবে। ইহরাম অবস্থায় নারীর জন্য নকিব ও হাত-মোজা পরা নাজায়য়ে। তবে তিনি অন্য কছি দয়ি মুখ ও হাতরে কবজদিবয় ঢকে রাখবনে। কেনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহরামকারী নারীকে নকিব ও দুইহাতে মোজা পরতে নযিধে করছেন। কোন কোন সাধারণ মুসলমান য়ে মনে করে থাকনে, নারীদরেকে সবুজ কথিবা কালো রঙরে পোশাকে ইহরাম করতে হবে- এর কোন ভিত্তি নই।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এরপর গোসল, পরচ্ছিন্নতা ও ইহরামের কাপড় পরাধীন শেষে মনে মনে হজ্জ কথ্বা উমরা যটো পালন করতে ইচ্ছুক সটোর নয়িত করবো। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “সকল আমল নয়িযত অনুযায়ী মূল্যায়তি হয়। আর প্রত্যকে ব্যক্তি যা নয়িত করে সটোই পায়।”

তনি যা নয়িত করছেন সটো উচ্চারণ করা শরয়িতসম্মত। যদি তিনি উমরা করার নয়িত করনে তাহলে বলবনে: ‘লাব্বাইকা উমরাতান’ কথ্বা ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান’। আর যদি তিনি হজ্জ করার নয়িত করনে তাহলে বলবনে: ‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ কথ্বা ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা হাজ্জান’। কেনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো করছেন। যদি হজ্জ ও উমরা উভয়টার নয়িত করতে চান তাহলে উভয়টাকে একত্রতি করে তালবয়া বলবনে: ‘আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা উমরাতান ও হাজ্জান’। এক্ষত্রে উত্তম হচ্চে- গাড়ী কথ্বা পশুর পঠি আরোহণ করার পর নয়িত উচ্চারণ করা। কেনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণের পর তালবয়া পড়ছেন, আর সওয়ারী তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করছেন। আলমেগণেরে মতামতেরে মধ্যে এটি সবচয়ে শুদ্ধ। ইহরাম ছাড়া অন্য কোন আমলেরে ক্ষত্রে নয়িত উচ্চারণ করা শরয়িতসদিধ নয়; কেনো ইহরামেরে নয়িত উচ্চারণ করাটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বরণতি হয়েছে।

পক্ষান্তরে, নামায ও তাওয়াফ ইত্যাদি আমলেরে কোনটির ক্ষত্রে নয়িত উচ্চারণ করা অনুচতি। তাই কটে এভাবে বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ كَذَا وَكَذَا (আমি অমুক অমুক নামাযেরে নয়িত করছি)। এ রকমও বলবে না যে, نَوَيْتُ أَنْ أُطُوفَ كَذَا (আমি অমুক তাওয়াফ করার নয়িত করছি)। বরং এ ধরণেরে উচ্চারণ করাটা নব্য বদিত। আর এটি স্বজেরে বলা আরও বেশি নিন্দনীয় ও কঠনি গুনাহ। যদি নয়িত উচ্চারণ করাটা শরয়িতসদিধ হত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটো বরণনা করতনে এবং তাঁর কথা কথ্বা কাজেরে মাধ্যমে উম্মতেরে জন্য বিষয়টি সুস্পষ্ট করে যতেনে এবং সলফে সালহীনগণ তা পালনে অগ্রণী থাকতনে।

যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কছি পাওয়া যায়নি, সাহাবায়েরে করোম থেকেও এমন কছি বরণতি হয়নি- এতে করে জানা গেলে যে, এটি বদিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “সবচয়ে মন্দ বিষয় হচ্চে নব্য বিষয়গুলো। আর প্রত্যকেটি বদিত হচ্চে ভ্রষ্টতা”। [সহহি মুসলমি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যে ব্যক্তি আমাদেরে দ্বীনে এমন কছি চালু করে যা এতে নই সটো প্রত্যাখ্যাত”। [সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি] সহহি মুসলমিরে বরণনায় আছে “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যার ব্যাপারে আমাদেরে অনুমোদন নই সটো প্রত্যাখ্যাত।” [সমাপ্ত]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায